কর্মবীর

— শ্রী অরিজিত দাস

কর্মবীর হে কর্মবীর, প্রগতিশীল পৃথিবীকে ধ্বংশের
হাত থেকে বাঁচাতে তোমার আগমণ ।
শৈশব থেকেই ধর্মের প্রতি ছিল এক প্রবল আকর্ষণ,
কৈশোরে মেট্রোপলিটান, স্কটিশচার্চ হয়ে যৌবনে
ব্রাহ্মসমাজে নিমন্ত্রণ ।
ও পরে পরমহংসদেবের সংস্পর্শে সকল ধর্ম
জিজ্ঞাসা আর পরীক্ষার হয়েছিল অবসান ।
চোখ আর স্নায়ুশূণ্য সমাজে বানীপ্রচারের উপযুক্ত
বাহনরূপে তোমার পর্দাপন ।
লালসা আর অজ্ঞতায় ঘেরা সমাজে, জাতির প্রতি
বজ্জাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে, তোমার পথ আগলে
দাঁড়ানো, ও সর্বশেষে প্রমানিত, মানুষে মানুষে
বিভেদ শুধু মানুষ সৃষ্ট, মানুষ কল্পিত ।
দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা বর্তমান অবক্ষয়ের জন্য ধর্ম দায়ী নয়,
দায়ী ধর্মকে সঠিকভাবে অনুসরণ না করা' ।
অমেরুদণ্ডী সমাজের এই মেরুদণ্ডের একমাত্র লক্ষ ছিল
মান ও হুষ যুক্ত কিছু শ্রেণী গঠন ।
যাদের শিরায় প্লাবিত হবে রক্তধারা ।
যাদের মন নামক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স থাকবে
পরিস্কার-সর্বদা,
যারা দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ হবে ভেদাভেদহীন নতুন
সমাজ গড়ার ।
তোমার এই অদম্য সাহস প্রাণে শিহরণ জাগায়
প্রতিনিয়ত,
আর তোমার বাণী প্রতিমুহূর্তে শক্তি প্রদাণ করে,
সুর পুরের দিকে ছুটে চলা 'জীবন এক্সপ্রেসকে' ।*